সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (CIWM) এর মাইল-ফলক

বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব এবং পশ্চিম তীরে এবং সেতুর দুই পাশের পূনঃর্বাসন এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ

১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব এবং পশ্চিম তীরে এবং সেতুর দুই পাশের পূনঃর্বাসন গ্রামে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য আরডিএ, বগুড়া ৭টি গভীর নলকূপ এবং ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (১৫ হাজার লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন) স্থাপন করে বাংলাদেশ তথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানে সরবরাহ করে। যেখানে প্রতিটি গভীর নলকূপ ও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনে ব্যয় হয়েছিল যথাক্রমে ২.০০ লক্ষ এবং টাকা ৩.৪০ লক্ষ মাত্র। এ কাজ

বিদেশীদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা কথা ছিল এবং সেখানে একই ক্ষমতার প্রতিটি গভীর নলকূপ এবং ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনে ব্যয় ধরা হয়েছিল যথাক্রমে টাকা ১৭.০০ লক্ষ এবং টাকা ৩৭.০০ লক্ষ।

যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড শিল্প কারখানা উপযোগী পানি সরবরাহ

দেশের সর্ববৃহৎ সার কারখানা ''যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড'' তারাকান্দি, জামালপুরে (১৯৯৯-২০০০ সনে) সারা বছর নিরবিচ্ছিন্ন সার উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখার স্বার্থে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়াকে

তৎকালীন এবং বর্তমান মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর শেখ হাসিনার নির্দেশে সাতটি গভীর নলকূপসহ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট যা ঘন্টায় ৭২০ মেঃ টন পানি পরিশোধন পূর্বক ইউরিয়া সার উৎপাদন ও খাবার পানির গ্রহণযোগ্য মানে সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। উক্ত প্লান্টটি কম্পিউটারিইজ (অটোমেটিক) সিস্টেমে এখন চলছে। উক্ত কাজ বৈদেশিক প্রযুক্তিতে ৭২.০০ কোটি টাকায় করার কথা থাকলেও আরডিএ, বগুড়া মাত্র ৩.২৫ কোটি টাকায় সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।

কর্ণফুলি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ জোনে পানি সরবরাহ

কর্ণফুলি ইপিজেড, চট্রগ্রামে শিল্প কারখানাসমূহ দীর্ঘদিন প্রয়োজনীয় পরিমান ও মানসম্পন্ন পানির তীব্র সংকট দেখা দেয়ায় অনেক কোম্পানীর মানসম্মত উৎপাদন ব্যবস্থা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে। এ সমস্যা সমাধানে সরকারীভাবে বৈদেশিক প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে কর্ণফুলি নদীর পানি পরিশোধনপূর্বক ইপিজেড এলাকায়

সরবরাহের নিমিত্ত ৬১.০০ কোটি টাকা ব্যয়ের সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কিন্তু তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশে আরডিএ, বগুড়া ২০০৮ সালে Reverse Osmosis প্রক্রিয়ায় কর্ণফুলির লবনাক্ত পানি পরিশোধন দৈনিক ২০ লক্ষ গ্যালন পানি পরিশোধন করে খাবার ও কারখানায় ব্যবহার উপযোগী মানে এনে ইপিজেড এলাকায় চাহিদামাফিক সরবরাহ করে । এ কাজে আরডিএ, বগুড়া মাত্র ১৯.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলে দেশের বিপুল অংকের অর্থ সাশ্রয় করা হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, প্লান্টটি সম্পূর্ণভাবে অটোমেটিক যা চট্টগ্রাম বাসীর দৃষ্টি গোচর হওয়ায় এবং মঙ্গলা বন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব এলাকায় অনুরূপ একটি প্লান্ট স্থাপনে একাডেমীকে অনুরোধ করে যা অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চামড়া শিল্প নগরী, সাভারে পানি সরবরাহ

সাভার, ঢাকায় দেশের প্রথম পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্প নগরী হিসেবে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। উক্ত ট্যানারী শিল্প নগরীতে পানি সরবরাহের (ট্যানারী ও খাবার পানি গুনগতমানে) দায়িত্ব আরডিএ, বগুড়াকে

প্রদান করা হয়। উক্ত এলাকায় ধলেশ্বরী নদী/ভূ-গর্ভস্থ পানি নির্ভরযোগ্য মাত্রায় দেশে সর্বপ্রথম Pressurized পদ্ধতিতে (Overhead Tank ছাড়া) ঘন্টায় ৯৫০ ঘন মিটার পানি সরবরাহ প্রকাল্প কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত কাজ একাডেমীর সেচ প্রকৌশলীদের প্রচেষ্টায় মাত্র তিন ভাগের একভাগ ব্যয়ে অর্থাৎ মোট ২৪৬২.৮৪ লক্ষ টাকায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে মিঠাপানি সরবরাহ

HYSAWA-Fund এর অর্থায়নে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার ৮১টি ইউনিয়নে আরডিএ উদ্ভাবিত গ্রামীণ নিরাপদ পানি সরবরাহ মডেল সম্প্রসণের নিমিত্ত প্রায় টাকা ৬০০০.০০ লক্ষ ব্যয়ে পাইপ

লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ চলছে। ইতোমধ্যে ২৬টি গ্রামে উল্লেখিত মডেল বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্ট এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যা বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার-২০১১ সালের মধ্যে ‘সবার জন্য সুপেয় পানি’ সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রকৃত বাস্তবায়ন।

বড় পুকুরিয়া কয়লাখনি এলাকায় সেচ ও নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ

বড় পুকুরিয়া কয়লাখনি নির্ভর তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের স্থাপিত গভীর নলকূপ হতে পানি উত্তোলনের

ফলে ঐ অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ একুইফার নিম্নগামী হওয়ার ফলে পার্শ্ববর্তী পাঁচটি গ্রামে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দেয়। গত ৩৭তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন ও প্রাদুর্ভাবের কারণ একাডেমী চিহ্নিত করে। পরবর্তীতে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একাডেমীর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র নিজস্ব অর্থায়নে ক্ষতিগ্রস্ত ইউসুফপুর গ্রামে গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই মডেলে নিরাপদ পানি সরবরাহ করার ফলে ফলে উক্ত গ্রামের জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ্য দিনের পানীয় জলের অভাব মেটানো সম্ভব হয়েছে।

পরবর্তীতে এ এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ আরো ০৪ (চার) টি গ্রামে (উত্তর শেরপুর, দক্ষীণ শেরপুর, দুধিপুর এবং মধ্য রামভদ্রপুর) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ বোর্ড (বিউবো) অর্থায়নে ১৩১.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেচ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

স্বাধীনতা পদক ২০০৪ অর্জন

বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ পুনর্গঠন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল

পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে দেশের দারিদ্রপীড়িত উত্তরাঞ্চলে পল্লী উন্নয়ন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা অন্যতম। তিনি যথার্থই অনুভব করেছিলেন যে, গ্রামভিত্তিক বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কোন বিকল্প নাই। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ২.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বগুড়া শহর থেকে ১৬ কিঃ মিঃ দক্ষিণে ১২০ একর জমির উপর গড়ে উঠে একাডেমীর বর্তমান নিজস্ব অঙ্গন। একাডেমীর মূল কাজ- প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা পরিচালনা এবং প্রায়োগিক গবেষণা।

বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি, উন্নয়ন কর্মী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠনের প্রতিনিধি, বেকার যুবক ও যুব মহিলা এবং অন্যান্যদের জন্য চাহিদা নির্ভর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একাডেমী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০০৩ সালের জুন পর্যন্ত সর্বমোট ২৬২টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন টেকসই, নবায়নযোগ্য এবং রেপ্লিকেবল মডেল উদ্ভাবনের চেষ্টা করে যাচ্ছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সাফল্য তুলে ধরা হলোঃ-

- যেখানে আশির দশকে একটি গভীর নলকূপ থেকে মাত্র ৪০ একর জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হতো, সেখানে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার উদ্ভাবিত ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপনের ফলে একটি গভীর নলকূপ থেকে ১৬৩ একর বোরো ধানের জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় জ্বালানি খরচ ৭৫% এবং পানির অপচয় ৬০% হ্রাস পেয়েছে।

- প্রচলিত প্রযুক্তিতে একটি ২ কিউসেক নলকূপ স্থাপন করতে গভীরতা অনুযায়ী ব্যয় হয় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা অথচ একাডেমী নিজস্ব প্রযুক্তি ও দেশীয় মালামাল ব্যবহার করে গভীরতা অনুযায়ী ৭৫ হাজার থেকে ৩.০০ লক্ষ টাকায় একটি গভীর নলকূপ বসাতে সক্ষম।

- দেশে বিদ্যমান আর্সেনিকের ভয়াবহতা রোধকল্পে একাডেমীর গবেষকবৃন্দ প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে স্বল্প ব্যয়ে পানিকে আর্সেনিক মুক্ত করার জন্য ফিল্ট্রেশন প্লান্ট স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

- দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাইব্রীড ভূট্টা বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একাডেমী কর্তৃক উদ্ভাবিত টেকনিক্যাল প্রটোকল দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উল্লেখ্য, একাডেমী ১৯৯৪ সালে দেশে 'প্রথম জাতীয় বীজ মেলা' শিরোনামে ব্যতিক্রমধর্মী বীজ মেলার আয়োজন করে। প্রায়োগিক গবেষণা ও প্রযুক্তি প্রদর্শনের জন্য একাডেমীর ৮০ একর জমিতে গড়ে উঠা প্রদর্শনী খামারটি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একটি প্রশংসিত উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এক কথায় বলা যায়, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে জন্মলগ্ন থেকে অংগীকারাবদ্ধ হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়াকে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০০৪ অর্জন করে।